সংবাদ

11 APR 2008

শিক্ষানীতি প্রণয়নে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন

যুগোপযোগী মানসম্মত কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থা চালুর উদ্যোগ

ফারুক নওয়াজ

যুগোপযোগী, মানসম্মত, টেকসই এবং কর্মমুখী শিক্ষা চালু করার জন্য ১৬ সদস্যবিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীকে সভাপতি এবং জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থাপনা একাডেমীর (নায়েম) পরিচালক (প্রশিক্ষণ) অধ্যাপক শেখ ইকরামুল কবিরকে সদস্য সচিব করে এ শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। শিক্ষাব্যবস্থার মানোন্নয়নে গঠিত এ কমিটি শিক্ষানীতি ২০০৮-এর অধিকতর সংশোধনপূর্বক একটি সময়োপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করবে বলে মন্ত্রণালয়ের পত্রে উল্লেখ করা হয়। কমিটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম বৈঠক করার পর থেকে ৩ মাসের মধ্যে সুপারিশমালা মন্ত্রণালয়ে পাঠাবে। এছাড়া কমিটির সদস্য সংখ্যা ১৬ জন হলেও প্রয়োজন মনে করলে যে কোন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে বলে মন্ত্রণালয়ের ৬ এপ্রিল জারি করা এক পত্রে জানানো হয়।

আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার জন্য বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেয়ার পরপরই সিদ্ধান্ত নেয়। পরবর্তী সময়ে ৬ এপ্রিল অধিকতর সময়োপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করার জন্য ১৬ সদস্যবিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়।

কমিটি গঠন প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল

কর্মমুখী : পৃ: ২ ক: ৪

কর্মমুখী : শিক্ষা ব্যবস্থা

(১২ পৃষ্ঠার পর)

ইসলাম নাহিদ গত বৃহস্পতিবার 'সংবাদ'কে বলেন, আমাদের দেশে রাজনৈতিক সরকারগুলো ক্ষমতায় আসার পর প্রতি ৫ বছর পরপর শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য একটি করে কমিটি গঠন করে। অথচ সেসব কমিটির কোন সুপারিশই পরবর্তী সরকার বাস্তবায়ন করে না। এ ধরনের কমিটি গঠনের সংস্কৃতি থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। আমরা এখন থেকে আর কমিটি গঠনের মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখব না। এ কারণেই ১৯৭৪ সালে প্রণীত ড. কুদরত-এ-খোদা শিক্ষা কমিশনের আলোকে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করতে চাই। ঐ কমিশনের সঙ্গে ২০০০ সালে প্রণীত সামসুল হক শিক্ষা কমিশনের সমন্বয় করা হবে। একই সঙ্গে তা যুগোপযোগী, বিজ্ঞানমনস্ক, গণমুখী ও আধুনিক শিক্ষার পথ উন্মুক্ত করার জন্য প্রণীত হবে বলে জানান তিনি। তবে এ বিশেষজ্ঞ কমিটির কাছে কোন কিছু চাপিয়ে না দিয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেয়া হবে বলে জানান তিনি। এ কমিটির মেয়াদ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্রথম সভা করার পর থেকে পরবর্তী ৩ মাসের মধ্যে কমিটি একটি সুপারিশ মন্ত্রণালয়ে জমা দেবে। সে সুপারিশের আলোকে খুব শিগগিরই একটি আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষানীতি চালু করা সম্ভব বলে মনে করেন তিনি। একমুখী শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার কোন চিন্তাভাবনা সরকারের রয়েছে কি না জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, জনগণের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হবে। মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে কোন চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে কি না– এমন প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বর্তমানে মাদ্রাসা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে উচ্চশিক্ষার জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে সমস্যার সৃষ্টি হয়। এ ধরনের সমস্যা যাতে না হয় অথবা পরবর্তী সময়ে চাকরি জীবনে প্রবেশের পথে যেন কোন বাধা না থাকে এসব নিশ্চিত করার জন্যই মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থাকেও আরও যুগোপযোগী ও আধুনিক করা হবে বলে জানান তিনি।

নবগঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটির সদস্য সচিব অধ্যাপক ইকরামুল কবিরের কাছে কমিটির বৈঠক কবে নাগাদ হতে পারে জানতে চাইলে তিনি 'সংবাদ'কে বলেন, আমরা বৃহস্পতিবার মন্ত্রণালয়ের চিঠি পেলাম। আগামী সপ্তাহের সুবিধাজনক দিনে আমরা কমিটির সবাই মন্ত্রণালয়ে বৈঠক করব। সেদিন শিক্ষামন্ত্রীও থাকবেন বলে জানান তিনি। সে বৈঠকের পরই আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু করবে বিশেষজ্ঞ কমিটি। তিনি জানান, প্রাথমিকভাবে শিক্ষার উদ্দেশ্য, সব ধরনের শিক্ষাকে সময়োপযোগী ও টেকসই করার লক্ষ্যে এ কমিটি কাজ করবে। আমাদের দেশের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রায়োগিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার জন্যই মূলত একটি নীতি প্রণয়ন করা হবে। এর জন্য ১৯৭৪ সালে প্রণীত ড. কুদরত-এ-খোদা কমিশনের আলোকেই বেশিরভাগ কাজ করা হবে। তিনি জানান, কুদরত-এ-খোদা শিক্ষানীতিতে ২৭টি অধ্যায়ে প্রচলিত সব শিক্ষাব্যবস্থার বিষয়ে দিকনির্দেশনা দেয়া আছে। এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ১৯৯৭ সালের জুলাই মাসে সামসুল হক শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। সে কমিশন ২০০০ সালে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করলেও তা আর বাস্তবায়িত হয়নি। এর মধ্যে আরও একটি শিক্ষা কমিশন করা হয়, যা মনিরুজ্জামান কমিশন নামে পরিচিত। ২০০৩ সালে করা এ কমিশনেরও কোন বাস্তবভিত্তিক প্রয়োগ দেখা যায়নি। তবে কুদরত-এ-খোদা কমিশনে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার সার্বিক দিক তুলে ধরা হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, এর আলোকে একটি যুগোপযোগী শিক্ষানীতি অবশ্যই প্রণয়ন করা যায়। মাদ্রাসা শিক্ষা বিষয়ে কী চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষাকে আরও আধুনিক করার জন্য কাজ করা হবে। উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন, মাদ্রাসা থেকে পাস করার পর অনেক ছাত্র গত বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেনি। এর কারণ তারা সেসব বিষয়ে কম নম্বরের পরীক্ষায় অংশ নেয়। সমঝোতা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে একটি আধুনিক শিক্ষা পাঠ্যক্রম করা হলে মাদ্রাসা থেকে আসা ছাত্রদের মূলধারার শিক্ষার সঙ্গে কোন অসঙ্গতি থাকবে না বলে জানান তিনি। এ লক্ষ্যেই আগামী সপ্তাহের মাঝামাঝি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বিশেষজ্ঞ কমিটি প্রথম বৈঠকে মিলিত হয়ে একটি কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করবে বলে জানান তিনি।

উল্লেখ্য, ৬ এপ্রিল শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীকে সভাপতি করে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন– জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. কাজী শহীদুল্লাহ, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সাদিকা হালিম, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. ফখরুল আলম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক সিদ্দিকুর রহমান, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক নিতাই চন্দ্র সূত্রধর, বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমদ, অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব সিরাজ উদ্দিন আহমেদ, অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব মো. আবু হাফিজ, সরকারি আলিয়া মাদ্রাসা ঢাকা ও সিলেটের সাবেক অধ্যক্ষ মাওলানা এবিএম সিদ্দিকুর রহমান, বিশিষ্ট আইনজীবী ব্যারিস্টার নিহাদ কবির, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যক্ষ এমএ আউয়াল সিদ্দিকী এবং কমিটির সদস্য সচিব জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থাপনা একাডেমীর (নায়েম) পরিচালক (প্রশিক্ষণ) অধ্যাপক শেখ ইকরামুল কবির।